দানিয়েলের বই - নম্বর একশ ছাব্বিশ

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আখ্যানের উন্মোচন: দানিয়েল পুস্তকের একাদশ অধ্যায় ও সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে একটি অধ্যয়ন

Jeff Pippenger

2024-03-09

দানিয়েল পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদটি পৃথিবীর পশুর প্রোটেস্ট্যান্ট শিংয়ের ইতিহাসকে পৃথিবীর পশুর রিপাবলিকান শিংয়ের ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। উভয় শিং ১৭৯৮ সালে শুরু হয়, এবং তাদের সাক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রে শীঘ্রই আসতে চলা রবিবারের আইন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। উভয় শিংকে একটি দুই-অংশবিশিষ্ট ঐশ্বরিক দলিল দেওয়া হয়েছিল, যা প্রতিটি শিংকে পরীক্ষা করার জন্য নির্ধারিত ছিল। কিং জেমস বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়ম) ছিল পৃথিবীর পশুর ধর্মীয় শিংকে পরীক্ষা করার জন্য, এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ছিল পৃথিবীর পশুর রাজনৈতিক শিংকে পরীক্ষা করার জন্য। চল্লিশ নম্বর পদটি পৃথিবীর পশুর ইতিহাস, এবং এর ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ১৭৭৬ সালে শুরু হয়, আর ১৭৯৮ নাগাদ এটি বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে তার ভূমিকা পালন করতে শুরু করে।

যীশু সবসময় শুরুর মাধ্যমে শেষকে ব্যাখ্যা করেন, এবং যুক্তরাষ্ট্রের শেষ তার প্রারম্ভিক ইতিহাসে উপস্থাপিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সমাপ্তির সময়কাল দানিয়েল ১১-এর দ্বিতীয় পদে উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে রোনাল্ড রিগ্যান দিয়ে শুরু করে ছয়জন প্রেসিডেন্টকে তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর পশুর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে রিগ্যান প্রথম প্রেসিডেন্ট। ওই সময়কাল ১৯৮৯ সালে শেষ সময়ে শুরু হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পদ কেবল রিগ্যান, প্রথম বুশ, ক্লিনটন, দ্বিতীয় বুশ, ওবামা এবং ট্রাম্পকে উল্লেখ করে। শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইন পর্যন্ত যে ইতিহাস প্রসারিত, তা সম্পূর্ণ করতে অন্য ধারাগুলির প্রয়োজন। ১৯৮৯ থেকে শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইন পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ধারা দানিয়েল ১১-এর দ্বিতীয় পদে রয়েছে।

১৭৯৮ সাল সূচনাকে চিহ্নিত করে এবং রবিবারের আইন বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে পৃথিবী থেকে ওঠা পশুর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের সমাপ্তি চিহ্নিত করে, এবং ১৭৯৮ সালই তার সূচনা চিহ্নিত করে। ১৭৭৬ সালে শুরু হওয়া দুইশ কুড়ি বছর হলো পৃথিবী থেকে ওঠা পশুর আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারা, যা এমন এক সময়কাল নির্ধারণ করে যা ১৭৭৬ সালে শুরু হয়ে ১৯৯৬ সালে সমাপ্ত হয়, যখন ১৯৮৯ সালে উন্মোচিত জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত বার্তাটি আনুষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল। ওই দুইশ কুড়ি বছরের সময়কাল আমেরিকার জন্য ভবিষ্যৎকে চিহ্নিত করে, যেখানে শুরুতে ইউরোপীয় রাজাদের রাষ্ট্রনীতি এবং ক্যাথলিকবাদের গির্জা-নীতি থেকে যে স্বাধীনতা ১৭৭৬ সালে ঘোষিত হয়েছিল, তা আসন্ন রবিবারের আইনে কেড়ে নেওয়া হবে। ১৭৭৬ থেকে ১৯৮৯ হলো পৃথিবী থেকে ওঠা পশুর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট ধারা।

৫০৮ থেকে ৫৩৮ সাল পর্যন্ত তিরিশ বছর ৫৩৮ সালে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে পঞ্চম রাজ্য হিসেবে পোপতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাসমূলক একটি সময়কালকে নির্দেশ করে। যুক্তরাষ্ট্র শীঘ্র-আসন্ন রবিবার আইন জারির সময় পশুর প্রতিচ্ছবি সম্পূর্ণরূপে গঠন করবে। ৫৩৮ সালে পোপতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে তিরিশ বছরের প্রস্তুতি-পর্ব ছিল, তা

পোপীয় পশুর প্রতিচ্ছবির একটি উপাদান। ১৭৯৮ সালের দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে একটি প্রস্তুতির সময়কাল ছিল, যখন পৃথিবী থেকে ওঠা পশু বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করছিল। ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত সময়কাল ৫০৮ থেকে ৫৩৮-এর সময়কালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যীশু কোনো বিষয়ের সমাপ্তিকে তার সূচনার মাধ্যমে চিত্রিত করেন; সুতরাং ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ সালের ইতিহাসে যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাল প্রতিফলিত হয়েছে, যার সাক্ষ্য দেয় ৫০৮ থেকে ৫৩৮ সালের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাল, তা মিলিয়ে দুটি সাক্ষী প্রদান করে। এই দুই কাল এই সত্যের প্রতি দুটি সাক্ষী প্রদান করে যে বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে কোনো রাজ্যের সিংহাসনারোহণের পূর্বে একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাল থাকে। একত্রে তারা প্রতিষ্ঠা করে যে ১৯৮৯ সালের শেষ সময় থেকে রবিবার আইন পর্যন্ত যে কাল, তা ৫৩৮ ও ১৭৯৮ সালের পূর্ববর্তী দুই কালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৯৮৯ সালের শেষ সময় থেকে দানিয়েল অধ্যায় ১১-এর ৪১ নম্বর পদে উল্লিখিত রবিবারের আইন পর্যন্ত যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস, তা ৫০৮ থেকে ৫৩৮ পর্যন্ত ত্রিশ বছরের সময়কাল দ্বারা প্রতিরূপিত হয়েছে; এবং ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত বাইশ বছরের সময়কাল দ্বারাও তা প্রতিরূপিত হয়েছে।

দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদে বলা হয়েছে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়ে সকল প্রেসিডেন্টের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ট্রাম্প যখন আবির্ভূত হবেন, তিনি ‘stir up’—অর্থাৎ ‘জাগিয়ে তুলবেন’—সমস্ত বিশ্বকে গ্লোবালিস্টদের অভিপ্রায় সম্পর্কে; যারা তখন পৃথিবীর কাঠামোকে পুনর্গঠন করে দুই-স্তরের এক ব্যবস্থায় রূপ দিতে চেষ্টা করছে, যেখানে এলিটরা তাদের কর্মী ড্রোনদের ওপর শাসন করবে। তাদের ভাষায় যাকে ‘গ্রেট রিসেট’ বলা হয়, তার প্রথম অগ্রাধিকার হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সরিয়ে দেওয়া, যাতে এলিটরা—যাদের ইতিহাসে মেরি অঁতোয়ানেতের মতো ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে—সেই তুচ্ছ প্রজাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও সুরক্ষিত থাকে, যারা তার কোমল রুটিগুলো তৈরি করত।

গ্লোবালিস্টদের ধর্ম হলো নিউ এজ আধ্যাত্মিকতা; আর তাদের ওক-ইজম ও বৈচিত্র্য, সাম্য ও অন্তর্ভুক্তির দর্শন, ক্রিটিক্যাল রেস থিওরি নামের বিকৃত মতাদর্শ, বিজ্ঞান বলে মিথ্যাভাবে আখ্যায়িত ‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং’, এবং গণহত্যামূলক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের তাদের গোপন প্রয়াস—এসবই ট্রাম্প ইতিহাসের মঞ্চে গ্রেসিয়ার বিরুদ্ধে সমগ্র রাজ্যকে ‘উসকে দিতে’ আবির্ভূত হলে সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২০১৬ সালে ট্রাম্পের আগমন মিথ্যা জাগরণের (উসকে দেওয়া) আগমনকে চিহ্নিত করে, যা মথি পঁচিশের কুমারীদের জাগরণকে আগেভাগেই বিফল করার জন্য শয়তানের পরিকল্পিত এক জাল প্রতিরূপ। বিশ্বমঞ্চে হোক বা যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে, গ্লোবালিস্টদেরকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে ড্রাগন হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়। তাঁরাই সেই দশ রাজা, বিশ্বের ব্যাংকাররা, বৈশ্বিক বিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ীরা, ফ্রিম্যাসনরা এবং অন্যান্য গোপন সমাজগুলো।

বৈশ্বিকতাবাদী ড্রাগন শক্তিগুলো হল তারা, যারা ল’ফেয়ার (আইনের মাধ্যমে যুদ্ধ)-এ বিশেষজ্ঞ, যেমন ঈশ্বরের বাক্যের আইনগত তর্কে শয়তানকে প্রায়ই দেখানো হয়। যখন ঈশ্বর ধার্মিকভাবে জীবনযাপনকারীদের সঙ্গে যে নির্যাতন সর্বদা থাকে সে বিষয়ে তাঁর বিশ্বস্তদের আগেই সতর্ক করেছিলেন, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সাক্ষ্য দেওয়ার

জন্য তাদের দেশের আদালতগুলোতে নিয়ে যাওয়া হবে। শয়তান হল দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারক ও দুর্নীতিগ্রস্ত অ্যাটর্নি জেনারেলদের প্রতীক—যারা ট্রাম্পবাদে আলোড়িত দেশে বর্তমানে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে—আর সেই দুর্নীতিগ্রস্ত আদালত ও আইনজীবীরা সবসময় এমন সংগঠনগুলোর পক্ষে থাকে, যারা বিপ্লব ও নৈরাজ্যকে উসকে দেয় ও সৃষ্টি করে—যা ইতিহাসজুড়ে শয়তানের একটি প্রধান প্রতীক।

সোভিয়েতে ইউনিয়ন ছিল ড্রাগনের একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীক, কারণ অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ফিরোউনের নাস্তিকতা ড্রাগনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। চল্লিশ নম্বর পদে যে "দক্ষিণের রাজা" বলা হয়েছে, তা হিব্রু শব্দ "নেগেভ" থেকে এসেছে—যার অর্থ মিশর—এবং পদটিতে সেটি "দক্ষিণ" হিসেবে অনূদিত হয়েছে। ফরোউন ফ্রান্সের নাস্তিকতার বাইবেলীয় প্রতীক—যে ফ্রান্স ১৭৯৮ সালে "শেষ সময়"র "দক্ষিণের রাজা"—এবং ১৯৮৯ সালে "শেষ সময়ে" সোভিয়েতে ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও একই প্রতীক। উভয়ই ছিল ড্রাগনের শক্তি, এবং উভয়েরই উৎপত্তি পৌত্তলিক রোমের ড্রাগনের রাজ্য থেকে।

ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের শেষ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রই প্রতীক, এবং পোপতন্ত্র পৃথিবীর শাসনের সিংহাসনে ফিরে আসার পথে যে তিনটি বাধা সে পেরাস্ত করবে, তার প্রথমটি অতিক্রম করতে ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও সোভিয়েতে ইউনিয়নের ড্রাগনের মধ্যে একটি সিংঘাতকে কৌশলে পরিচালিত করেছিল। পরবর্তী বাধাটি হলো স্বয়ং ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ, যা সে শীঘ্রই আসতে চলা রবিবারের আইন কার্যকর হওয়ার সময় জয় করবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শক্তি ও ক্ষমতা বিশ্বায়নের বিপদের বিষয়ে এক জাগরণের সূচনা করেছিল, যা বৃদ্ধি পেয়ে ড্রাগন ও ধর্মচ্যুত প্রোটেস্ট্যান্টবাদের মধ্যে এক বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে রূপ নিয়েছে। পোপতন্ত্র একই দুই শক্তি—ড্রাগন ও ধর্মচ্যুত প্রোটেস্ট্যান্টবাদ—এর মধ্যকার এই সংগ্রামকেই ব্যবহার করছে এমন এক পরিবেশ তৈরির জন্য, যাতে সে প্রথম ভৌগোলিক বাধা যেভাবে নামিয়ে এনেছিল, ঠিক সেভাবেই দ্বিতীয় ভৌগোলিক বাধাটিকেও নামিয়ে আনতে পারে। এখানেই নিহিত আছে সেই যুক্তি, কীভাবে জাতিসংঘের সপ্তম রাজ্য (যা ড্রাগনের শক্তি) শীঘ্র-আসন্ন রবিবার আইনের সময়ে এত দ্রুত তার রাজ্য পশুর হাতে সমর্পণ করে। এটি তা-ই করে, কারণ ১৯৮৯ সাল থেকেই এটি এক পরাজিত শত্রু।

এটি এক অর্থে সেই একই লড়াই, যা পোপতন্ত্র ১৯৮৯ সালে সোভিয়েতে ইউনিয়নের ড্রাগনকে পরাস্ত করতে ব্যবহার করেছিল; কিন্তু আজকের প্রগতিশীল ওক-বাদ ও ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের MAGA-বাদ-এর মধ্যে চলছে যে লড়াই, তা ড্রাগনকে নয়, ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদকেই হারানোর জন্য পরিকল্পিত। এই সংঘর্ষ মূলত ২০১৬ সালে শুরু হয়েছিল, এবং তারপর ২০২০ সালে শাস্ত্রে যাকে মিথ্যার জনক বলা হয়েছে সেই ড্রাগন নির্বাচন চুরি করে, ফলে ট্রাম্প এবং রিপাবলিকান MAGA আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে 'হত্যা' করল। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে, অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা পশু—যা নাস্তিকতার পশু—দুই সাক্ষীকে হত্যা করেছিল, এবং তারা রাস্তায়ই ফেলে রাখা ছিল, যতক্ষণ না তারা আবার প্রাণ পেল। উইলিয়াম মিলারের নিয়মাবলি নির্দেশ করে যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকগুলোর একাধিক প্রয়োগ রয়েছে।

যেহেতু আমরা এখন ড্রাগন এবং ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের সেই সংগ্রামটি বিবেচনা করছি, যা পৃথিবী থেকে ওঠা জন্তুকে তার সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়, সেই দুই সাক্ষীই হলো

পৃথিবী থেকে ওঠা জন্তুর দুটি শিং। প্রজাতান্ত্রিক শিংটি ২০২০ সালে বধ করা হয়েছিল, সেই বাইবেলীয় শক্তির দ্বারা, যার পিতা মিথ্যার পিতা। আমরা এই বর্তমান সময়ের সেই সংগ্রামের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে আছি। দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের একচল্লিশতম পদে, শিগগিরই আসতে থাকা রবিবারের আইন কার্যকর করা হয়, এবং ঐশী অনুপ্রেরণার মতে, সেই শয়তানি কাজটি সম্পাদন করবে ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ।

> "যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটেস্ট্যান্টরা গহ্বরের ওপার পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে আত্মবাদের হাত ধরতে সবার আগে থাকবে; তারা অতল গহ্বর পেরিয়ে রোমান শক্তির সঙ্গে হাত মেলাবে; এবং এই ত্রিমুখী ঐক্যের প্রভাবে, এই দেশে বিবেকের অধিকারের উপর পদদলনের ক্ষেত্রে রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।" দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, ৫৮৮।

মানব ঘটনাবলির জটিল পারস্পরিক ক্রিয়া ২০১৬ সালে শুরু হওয়া সংগ্রামে প্রতিফলিত হয়েছে। সে সংগ্রামের মধ্যে কার্যরত শক্তিগুলিকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য, বিশ্বকে আর্মাগেডনের দিকে নিয়ে যেতে থাকা তিনটি শক্তির প্রত্যেকটি কী প্রতিনিধিত্ব করে তা স্পষ্টভাবে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্বতন্ত্র ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে সর্বদা একটি ক্রম বজায় থাকে—প্রথমে ড্রাগন, তারপরে পশু, আর তারপরে মিথ্যা নবী—অতএব আমরা প্রথমে ড্রাগনের, তারপর পশুর, এবং শেষে ভ্রষ্ট প্রোটেস্ট্যান্টবাদের মিথ্যা নবীর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করতে শুরু করব।

প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাটরা যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টরা নয়; তারা বৈশ্বিকতাবাদ ও ড্রাগনের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতিনিধিরা। শীঘ্র আসন্ন রবিবার আইন কার্যকর হওয়ার আগে, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনা পূরণের জন্য রিপাবলিকান পার্টিকে ক্ষমতায় ফিরে আসতেই হবে। ড্রাগন শক্তির প্রতীক ফারাও এবং খ্রিস্টের সময়ের পৌত্তলিক রোমের ড্রাগন শক্তি—এই দুটি সাক্ষ্য দেয় যে অন্তিম কালে ড্রাগন শক্তিই সেই শক্তি যা শিশুহত্যাকে উৎসাহিত করে, যেমনটা ঘটেছিল মোশির সময়ে এবং খ্রিস্টের সময়ে।

শেষ দিনগুলো হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের দিন, যারা মোশি ও মেষশাবকের গান গায়; আর মোশি ও মেষশাবকের ইতিহাসে ড্রাগনের শক্তি শিশুদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। তারা তা করেছিল, কারণ শয়তান জানত যে প্রভু মুক্তিদাতা মোশিকে এবং উদ্ধারকর্তা খ্রিস্টকে উত্থাপন করতে যাচ্ছিলেন। শেষ দিনে ড্রাগন মহা ক্রোধ নিয়ে নেমে আসে, কারণ সে জানে তার সময় অল্প, এবং শিশু-হত্যাকে উসকে দেয় ড্রাগনেরই শক্তি, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মধ্যে থাকার প্রার্থীদের ধ্বংস করার প্রচেষ্টায়। প্রগতিশীল, গ্লোবালিস্ট, সমাজতান্ত্রিক ডেমোক্র্যাটরা সেই পক্ষ নয় যারা শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইন প্রবর্তনের সময় গঠিত ত্রিমুখী জোটকে সুনিশ্চিত করতে "সর্বাগ্রে" থাকবে, কারণ ডেমোক্র্যাটরা মিথ্যা নবী নয়, বরং ড্রাগনের শক্তি।

> “ঈশ্বরের ব্যবস্থার লঙ্ঘন করে পাপাসির প্রতিষ্ঠানকে বলবৎকারী ডিক্রির দ্বারা আমাদের জাতি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধার্মিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। যখন প্রোটেস্টান্টবাদ সেই ব্যবধানের উপর দিয়ে নিজের হাত বাড়িয়ে রোমীয় শক্তির হাত ধরবে, যখন সে সেই অতল গহ্বরের উপর দিয়ে পৌঁছে স্পিরিচুয়ালিজমের সঙ্গে করমর্দন করবে, যখন এই ত্রিবিধ ঐক্যের প্রভাবে আমাদের দেশে একটি প্রোটেস্টান্ট ও প্রজাতান্ত্রিক সরকার হিসেবে তার সংবিধানের প্রত্যেক নীতি অস্বীকার করবে এবং পাপীয় মিথ্যা ও বিভ্রমের প্রসারের জন্য ব্যবস্থা করবে, তখন আমরা জানতে পারি যে

> শয়তানের আশ্চর্য কার্যসাধনের সময় এসে গেছে এবং শেষ নিকটবর্তী।” Testimonies, volume 5, 451.

বিশ্বকে আর্মাগেডনের দিকে নিয়ে যাবে এমন তিনটি শক্তির প্রত্যেকটির ভাববাদী বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরের বাক্যে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ড্রাগনের শক্তি এমন আইন প্রবর্তন করে যা শিশুহত্যাকে উৎসাহিত করে, সেই সময়ে যখন ঈশ্বর মূসা ও খ্রিস্ট দ্বারা প্রতীকায়িত এক জনগোষ্ঠীকে উঠিয়ে আনতে চান। লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরের সেই সংগ্রামে ড্রাগনের শক্তি হিসেবে রয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রে শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইনের পর বিশ্বমঞ্চে একই সংগ্রামের পূর্ববর্তী ও প্রতীকী রূপ। ড্রাগন হলো মিথ্যার জনক, এবং লিবারেল প্রগতিশীল গ্লোবালিস্টরা মিথ্যা বলার জন্য বিখ্যাত।

> তোমরা আমার কথা বুঝো না কেন? কারণ তোমরা আমার বাক্য শুনতে পারো না। তোমরা তোমাদের পিতা শয়তানের সন্তান, আর তোমরা তোমাদের পিতার বাসনাগুলোই পূরণ কর। সে শুরু থেকেই হত্যাকারী ছিল এবং সত্যে স্থির ছিল না, কারণ তার মধ্যে কোনো সত্য নেই। সে যখন মিথ্যা বলে, তখন নিজের থেকেই বলে; কারণ সে মিথ্যাবাদী, এবং মিথ্যার জনক। যোহন ৮:৪৩, ৪৪।

শয়তান, যিনি সাতান এবং ড্রাগন, শুরু থেকেই খুনি (গর্ভপাত) এবং মিথ্যাবাদী ছিল। যখন খুঁটিনাটি নিয়ে তর্কে লিপ্ত ইহুদিরা পিলাতের সঙ্গে তর্ক করল, তারা সাহসিকতার সঙ্গে ঘোষণা করল যে কায়সার ছাড়া তাদের কোনো রাজা নেই; আর কায়সার হলো পৌত্তলিক রোমের প্রতীক, যা ড্রাগনের শক্তি।

> “অতএব, যদিও ড্রাগন প্রধানত শয়তানকে নির্দেশ করে, তথাপি গৌণ অর্থে এটি পৌত্তলিক রোমের একটি প্রতীক।” The Great Controversy, 439.

কেউ কেউ ভাবেন, গ্লোবালিস্টরা যখন আধুনিক ইহুদিদের প্রতি এতটা ঘৃণা পোষণ করে, তখন আধুনিক ইহুদিরা কেন উদারপন্থী গ্লোবালিস্ট? কারণ তারা পৌত্তলিক রোমের রাজাকেই তাদের একমাত্র রাজা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। হিব্রু জাতির অনেকেই যতই মেধাবী হন না কেন, মশীহকে তাদের রাজা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার সেই প্রাচীন সিদ্ধান্ত তাদেরকে ড্রাগনের শিবিরে আবদ্ধ করে দিয়েছে।

> কিন্তু তারা চিৎকার করে বলল, ওকে নিয়ে যাও, ওকে নিয়ে যাও; ওকে ক্রুশবিদ্ধ করো। পিলাত তাদের বললেন, আমি কি তোমাদের রাজাকে ক্রুশবিদ্ধ করব? মহাযাজকেরা জবাব দিল, কায়সার ছাড়া আমাদের কোনো রাজা নেই। যোহন ১৯:১৫।

পোপতন্ত্রের হয়ে নির্যাতন চালিয়েছিল ইউরোপের রাজারাই, আর প্রকাশিত বাক্য সতেরো অধ্যায়ের দশ রাজাই মেষশাবকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, এবং তারা তা করবে তাঁর অনুসারীদের হত্যা করে।

> তারা মেষশিশুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এবং মেষশিশু তাদের পরাজিত করবেন; কারণ তিনি প্রভুদের প্রভু এবং রাজাদের রাজা; আর যারা তাঁর সঙ্গে আছে, তারা আহূত, মনোনীত ও বিশ্বস্ত। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৪।

ড্রাগন শক্তির ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে যে, তারাই সেইসব লোক যারা 'নিজ হাতে' শিশুদের হত্যা করে এবং শেষ কালে খ্রিস্টানদের হত্যা করবে—যার প্রতিরূপ দেখা যায় ক্রুশে এবং পৌত্তলিক রোমের ইতিহাসের কলোসিয়ামে। অন্ধকার যুগে এই ড্রাগন-রাজারাই ইনকুইজিশন ব্যবহার করে পোপীয় রোমের জন্য রক্তস্নান ঘটিয়েছিল।

তারা শিশুহত্যাকারী, এবং তারা অগ্রগণ্য মিথ্যাবাদী। আডলফ হিটলার আধুনিক কালে গণহত্যাকারীর প্রতীক, এবং মিথ্যাবাদীরও প্রতীক। হিটলার ছিলেন একজন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট।

প্রগতিশীল উদারপন্থীরা অ্যাডলফ হিটলারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, যিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক পার্টির নেতা ছিলেন, যা সাধারণত নাৎসি পার্টি নামে পরিচিত। তাঁর নেতৃত্বে নাৎসি পার্টি একটি সর্বতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং হলোকাস্টসহ অসংখ্য নৃশংসতার জন্য দায়ী ছিল। হিটলারের দলকে প্রায়ই চরম জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, ইহুদিবিদ্বেষ এবং কর্তৃত্ববাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানির প্রচারমন্ত্রী জোসেফ গ্যোবেলস বলেছিলেন, "আপনি যদি যথেষ্ট বড় একটি মিথ্যা বলেন এবং তা বারবার পুনরাবৃত্তি করেন, মানুষ শেষে পর্যন্ত তা বিশ্বাস করতে শুরু করবে।"

আজকাল প্রগতিশীল লিবারেল ডেমোক্র্যাটদের প্রচারিত একটি প্রচলিত মিথ্যা হলো, আধুনিক যুগের রিপাবলিকান পার্টির রক্ষণশীল ডানপন্থাকেই হিটলারের সময়কার নাজিদের প্রতিরূপ হিসেবে দেখানো হয়। তাদের মিথ্যা ঐতিহাসিক বয়ান হিটলারের দলকে তার সময়ের চরম ডানপন্থী দল হিসেবে ঠিকই চিহ্নিত করে, কিন্তু তারা সব সময় এ সত্যটা আড়াল করে যে, হিটলার কেবল কমিউনিস্টদের তুলনায়—যারা তার প্রাথমিক রাজনৈতিক সংগ্রামে তার বামপন্থী শত্রু ছিল—চরম ডানপন্থী ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বর্ণালিতে রিপাবলিকানরা নিঃসন্দেহে ডেমোক্র্যাটদের ডানদিকে অবস্থান করে, কিন্তু হিটলারের নাৎসি জার্মানির অন্যান্য প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

বাইবেল বলে যে, তুমি তাদের কাজের ফল দেখে তাদের চিনবে; রাজনৈতিক বর্ণালির ডান পাশ বা বাম পাশের স্লাইডিং রুল দিয়ে নয়। হিটলারের ইতিহাসে দেখা অতিরাষ্ট্রবাদ MAGA আন্দোলনের দেশপ্রেমের পরিচায়ক নয়। হিটলারের অতিরাষ্ট্রবাদ চিহ্নিত ছিল তার 'শ্রেষ্ঠ জাতি' নির্ধারণের মাধ্যমে, এবং তা যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে এবং বিশ্বজুড়ে দ্বি-স্তরবিশিষ্ট এক শ্রেণিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গ্লোবালিস্টদের প্রচেষ্টাকে চিহ্নিত করে। গ্লোবালিস্টরা অবশ্যই সেই ব্যবস্থায় নিজেদেরকে শীর্ষ স্তরে দেখে, হিটলারের 'শ্রেষ্ঠ জাতি'র প্রতিনিধিত্বের মতোই।

মিথ্যা বলা, নিজের দোষ অন্যের ওপর চাপানো এবং অপবাদ দেওয়া ড্রাগনের একটি বৈশিষ্ট্য; আর এই কৌশলের ক্লাসিক উদাহরণ হলো যে কাজ বা অবস্থান তুমি নিজেই সমর্থন করো ও করে চলেছ, তার জন্য অন্য কাউকে অভিযুক্ত করা। এটি আজকের আমেরিকায় এবং সারা বিশ্বে নিত্যদিনের ঘটনা; এবং এটি শয়তানের এক বৈশিষ্ট্য, কারণ তিনি "ভ্রাতৃদের অভিযোক্তা"।

> আর সেই মহা ড্রাগন, সেই প্রাচীন সাপ—যাকে শয়তান ও সাতান বলা হয়, যে সমগ্র পৃথিবীকে প্রতারণা করে—তাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হলো, এবং তার সঙ্গে তার স্বর্গদূতরাও নিক্ষিপ্ত হলো। আর আমি স্বর্গে এক উচ্চ কণ্ঠ শুনলাম বলতে, এখন এসেছে আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, শক্তি, রাজ্য, এবং তাঁর খ্রিষ্টের কর্তৃত্ব; কারণ আমাদের ভাইদের সেই অভিযোক্তা, যে আমাদের ঈশ্বরের সামনে দিনরাত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনত, সে নীচে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ১২:৯, ১০।

হিটলারের জার্মানি—যা আমাদের যুগের প্রগতিশীল গ্লোবালিস্টদের এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সমান্তরাল—এর একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারযন্ত্র ছিল; আজকের প্রগতিশীল উদারপন্থীদেরও তেমনই আছে। আর নাজি জার্মানির প্রচারমন্ত্রী যোসেফ গোয়েবেলস চিহ্নিত সেই ‘বড় মিথ্যা’র পুনরাবৃত্তি আজ সমগ্র পৃথিবীজুড়ে যোগাযোগের নানান মাধ্যমে কম্পিউটারভিত্তিক অ্যালগরিদমের গাণিতিক নিখুঁততায় ঘটছে। (CNN, MSNBC, BBC, NPR, Google, Facebook এবং আরও অনেকে)

রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ড ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানির ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি এক বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় প্রগতিশীল উদারপন্থী গ্লোবালিস্টরা যে মিথ্যাগুলো অবলম্বন করে, তার একটি ধ্রুপদি বিবরণ দেয়। এটি ঘটে ১৯৩৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির রাতে, যখন বার্লিনের রাইখস্টাগ ভবনে—যেখানে জার্মান সংসদ বসত (২০২০ সালের ৬ জানুয়ারির মার্কিন ক্যাপিটল ভবনের সমান্তরাল)—আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

অগ্নিকাণ্ডটিকে অগ্নিসংযোগের ফল বলে বিবেচনা করা হয়েছিল, এবং এটি অ্যাডলফ হিটলার ও হারমান গোরিংয়ের নেতৃত্বাধীন নাজি সরকারের জন্য রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ড ডিক্রি জারি করানোর পক্ষে চাপ সৃষ্টির একটি অজুহাত জুগিয়েছিল। জার্মান প্রেসিডেন্ট পল ফন হিন্ডেনবুর্গ স্বাক্ষরিত এই ডিক্রি নাগরিক স্বাধীনতা স্থগিত করেছিল এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের গ্রেপ্তার ও আটকের অনুমতি দিয়েছিল। এটি নাজি ক্ষমতা সুসংহতকরণ এবং জার্মানির গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষয়ের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছিল।

ওই আগুনটি—যেটি অধিকাংশ সৎ ইতিহাসবিদ স্বীকার করেন যে হিটলারের অনুগামীরাই লাগিয়েছিল—২০২০ সালের ৬ জানুয়ারির ঘটনাগুলোকে প্রতীকায়িত করেছিল, এবং সেই সঙ্গে সংবিধানে নিহিত নীতিসমূহের অধীনে সম্পূর্ণভাবে অনুমোদিত কাজ ছাড়া আর কিছুই করছিলেন না এমন ব্যক্তিদের সাংবিধানিক অধিকার ধ্বংসযজ্ঞকেও। বিশেষ করে যখন তা তুলনা করা হয় Black Life Matters এবং Antifa আন্দোলনের কারণে সৃষ্ট নৈরাজ্য ও ধ্বংসের সঙ্গে—যে আন্দোলনগুলোকে প্রগতিশীল উদারপন্থীরা প্রশংসা ও সমর্থন করেন। ৬ জানুয়ারি হলো ড্রাগনের ফসল, এবং এটি হিটলারের জার্মানির নাৎসিদের দ্বারাই প্রতীকায়িত হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক ডেমোক্র্যাটরা বারবার ট্রাম্পকে হিটলারের প্রতীক হিসেবে আখ্যা দেন, কারণ তারা যে নীতিতে চলেন তা হলো: আপনি যদি যথেষ্ট বড় মিথ্যা বলেন এবং আপনার মিডিয়া প্রোপাগান্ডা মেশিনের মাধ্যমে তা অবিরাম পুনরাবৃত্তি করেন, তবে মারি আঁতোয়ানেতের প্রজারা শেষ পর্যন্ত সেটি বিশ্বাস করবে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> হে জাতিসমূহ, তোমরা মিলিত হও, তবু তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে; আর শুনো, হে দূর দেশের সকল লোক; সজ্জিত হও, তবু তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে; সজ্জিত হও, তবু তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। মিলে পরামর্শ কর, তবু সে ব্যর্থ হবে; বাক্য উচ্চারণ কর, তবু তা স্থির থাকবে না; কারণ ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। কারণ প্রভু শক্তিশালী হাতে আমাকে এভাবে বললেন, এবং আমাকে শিক্ষা দিলেন যে আমি যেন এই জনগণের পথে না চলি, এই বলে, তোমরা বলো না, ‘ষড়যন্ত্র’, যাদের সম্পর্কে এই জনগণ বলবে, ‘ষড়যন্ত্র’; তাদের যে ভয়, সেই ভয়ে ভয় পেও না, ভীত হয়ো না। সেনাবাহিনীর প্রভুকেই

পবিত্র গণ্য কর; তিনিই তোমাদের ভয় হোন, তিনিই তোমাদের আতঙ্ক হোন। আর তিনি হবেন এক আশ্রয়স্থল; কিন্তু ইস্রায়েলের উভয় গৃহের কাছে তিনি হবেন বাধার পাথর এবং পতনের শিলা, আর যিরূশালেমের অধিবাসীদের জন্য ফাঁদ ও ফাঁস। আর তাদের মধ্যে অনেকেই হোঁচট খাবে, পড়ে যাবে, চূর্ণ হবে, ফাঁদে পড়বে ও ধরা পড়বে। সাক্ষ্যকে বেঁধে রাখ; আমার শিষ্যদের মধ্যে বিধিকে সিলমোহর কর। যিশাইয় ৮:৯-১৬।